ছড়ায় জড়ানো সুর

আমিনুল ইসলাম

ছড়ায় জড়ানো সুর

আমিনুল ইসলাম

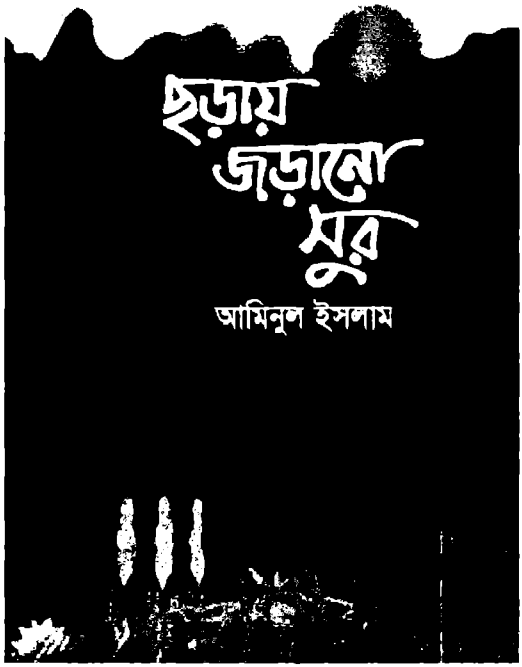

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

ছড়ায় জড়ানো সুর

আমিনুল ইসলাম

প্রকাশক	**এস. এম. রইসউদ্দিন** পরিচালক (প্রকাশনা) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
গ্রন্থস্বত্ব	সুমাইয়া নাফিস
প্রধান কার্যালয়	নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন : ৬৩৭৫২৩ মোবাইল : ০১৭১১-১৬০০২
মতিঝিল কার্যালয়	১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪ মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০১
প্রথম প্রকাশ	একুশে বইমেলা ২০১৫
মুদ্রাকর	বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১ মোবাইল : ০১৭১১-১৬০০১
প্রচ্ছদ	**এম এ তাওহিদ**
মূল্য	**৭৫.০০ টাকা**

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন -৯৫৭৪৫৯০

SARAY JARANO SUR Written by- Aminul Islam, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 75/- US $: 3.00 **ISBN. 984-70241-0080-1**

www.pathagar.com

অভিমত

কবি আমিনুল ইসলামকে মূলত একজন গীতিকার হিসেবে জানি। ইতিঃপূর্বে তার কিছু ছড়া দেখে মনে হয়েছে যে, লেখাগুলো নিঃসন্দেহে শিশু-কিশোরদের ভালো লাগবে। ছড়ায় জড়ানো সুর ছোটদের আকৃষ্ট করবে এবং বড়দেরও ভালো লাগবে।

এই গীতিকবির কলম আরো শাণিত হোক এই প্রত্যাশা থাকলো।

২৭/০১/২০১৫

(সাজ্জাদ হোসাইন খান)

www.pathagar.com

অভিমত

কবি আমিনুল ইসলামের লেখাগুলো পড়ে মনে হলো, সহজভাবে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে লেখার ব্যাপারে তিনি পারঙ্গম। তার লেখায় দেশ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার প্রয়াস পাওয়া যায়। আশা করি সকল শ্রেণীর পাঠককে মুগ্ধ করবে।

২৭/০১/২০১৫

(শরীফ আবদুল গোফরান)

www.pathagar.com

লেখকের কথা

'ছড়ায় জড়ানো সুর' প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দ অনুভব করছি। এটি আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। শিশু-কিশোরদের উপযোগি করে লিখতে আমার ভালো লাগে।

ওদেরকে ছন্দ ও সুরের আবেগে জড়াতে পারলে আমি দারুণ পূলক অনুভব করি।

প্রত্যাশা করি, শিশু-কিশোরদের ভালো লাগবে, ওরা কিছু শিখবে এবং ওদের মনে কিছু দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকলো।

- আমিনুল ইসলাম

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সুবাইতাকে দিলাম আমার
'ছড়ায় জড়ানো সুর'
ছন্দ-সুরে মনে খুশি নিয়ে
চলবে সে বহু দূর।

আকাশের মতো উদারতা নিয়ে
পাখিদের মতো গানে
ছড়ায় জড়ানো সুর বেজে যাবে
অগণন প্রাণে প্রাণে।

- আমিনুল ইসলাম

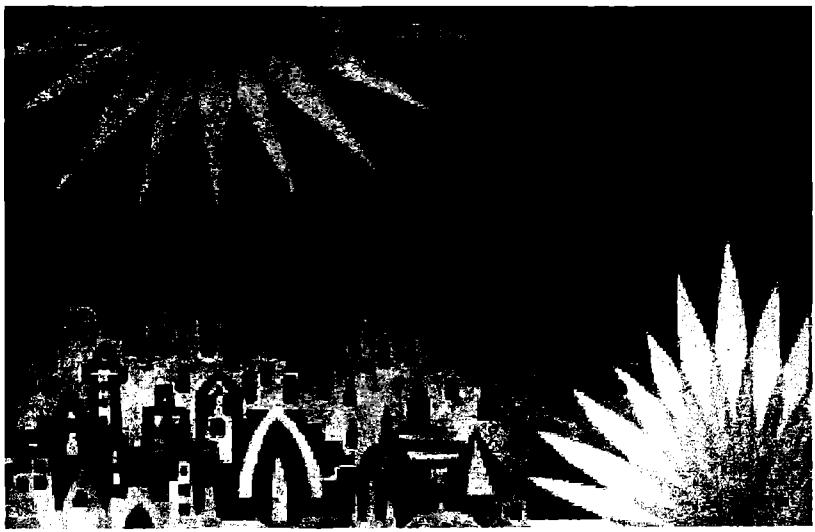

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমিনুল ইসলাম একজন বিশিষ্ট ছড়াকার গীতিকার। তাঁর লেখায় শিশু-কিশোরদের অন্তরে জাগবে দেশ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা। সৃষ্টি হবে ভাষার প্রতি আবেগ। ছড়ায় জড়ানো সুরে জড়িয়ে আছে এ দেশের ঋতু, নদী, বৃক্ষ, তরু-লতা। আছে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের কথা। মা-বাবা ও স্বজনদের কথা। কবিতার ছন্দে ছন্দে কবি খুলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন পাঠকদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টি।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ **'ছড়ায় জড়ানো সুর'** বইটি প্রকাশের কারণে শিশু-কিশোরদের উপকার হবে এই বিশ্বাস রাখি।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রশাসন ঢাকা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি

www.pathagar.com

সূচি

খোকার স্বপ্ন	৯	৩৩	পাখি আমার
মনের টানে	১০	৩৪	গুম
পদ্মা নদীর তীরে	১১	৩৫	বাবার গান
দেশ আমার বাংলাদেশ	১২	৩৬	বৃক্ষলতা
বটের ছায়ায়	১৩	৩৭	সাত রঙের গান
যমুনা বাঁচাই	১৪	৩৮	ইট পাথরের এই শহরে
ভালোবাসা থইথই	১৫	৩৯	গাছের ডালে
বর্ষা	১৬	৪০	রাখাল বালক
শরতে	১৭	৪১	হিমছড়ি পাহাড়ে
হেমন্ত আসে	১৮	৪২	দেশের গান
হাড়কাঁপানো শীত	১৯	৪৩	মাঠের পরে মাঠ
কাশবন	২০	৪৪	ক্রিকেট
মাথা নত করবো না	২১	৪৫	মুক্ত আকাশ
বর্ণমালা হাসে	২২	৪৬	ভালো লাগে
আমার মা	২৩	৪৭	এখনো অনেক রাত
আসবে ঈদের দিন	২৪	৪৮	আঁধারে ভয় পেও না
কোরবানি	২৫	৪৯	ফুটবে কুসুম
আজ প্রয়োজন	২৬	৫০	নীলনদ লালে লাল
সবুজ বনের পাখি	২৭	৫১	পলাশীর পরিণতি
আমি ছিলাম	২৮	৫২	হেরার রশ্মি
ফেব্রুয়ারির পঁচিশ	২৯	৫৩	সজীব হয়ে ওঠে
বোনটি আমার	৩০	৫৪	যাই চলে যাই
ঊর্মির জন্য	৩১	৫৫	এইতো জীবন
চাঁদের মতো	৩২	৫৬	সাম্য প্রেম

www.pathagar.com

খোকার স্বপ্ন

উড়ে উড়ে গাইলো পাখি
স্বাধীনতার গান
সে গান শুনে পাখির প্রতি
খোকার দারুণ টান।

বিলে ঝিলে নদীর ঢেউয়ে
আবেগ ছুঁয়ে যায়
সবুজ মাঠে খোকন সোনা
দেশকে খুঁজে পায়।

গোলাপ জবা টগর বকুল
শাপলা ফুটে হাসে
খোকার হৃদয় কুসুম হয়ে
এ দেশ ভালোবাসে।

দেশের প্রতি মাটির প্রতি
দরদ থাকা চাই
খোকা বলে স্বাধীনতার
স্বপ্ন ভুলি নাই।

www.pathagar.com

মনের টানে

কথা শোন ছোট্ট সোনা
ময়না টিয়ার দল
বোশেখ মাসের সকাল দুপুর
কতোটা নির্মল।
স্বচ্ছ তাপে সূর্য হাসে
মন উজালা আলো
ভেবে দেখ ভোর বিহানে
কত্তো লাগে ভালো।
সকাল শেষে দুপুর গড়ায়
অন্য রকম সুখ
কাঁচা আমের চাটনি নেশায়
মন থাকে উন্মুখ।
মন বসে না ঘরে তখন
মন বসে না ঘরে
আমারওতো ছোট্ট হয়ে
ছুটতে ইচ্ছে করে।
কালো জামের রঙিন মুখে
পকেট ভরা জামে
জংলী হাওয়ায় সে দিনগুলো
যায় না পাওয়া দামে।
তবু ভালো আজ পেয়েছি
চমৎকার এই মেলা
হেসে গেয়ে কেটে যাবে
দারুণ একটি বেলা।
তোমার মাঝে খুঁজবো আমি
আমার গানের পাখি
বৈশাখী ঝড় ছন্দ করে

www.pathagar.com

হৃদয় নেব মাখি।

পদ্মা নদীর তীরে

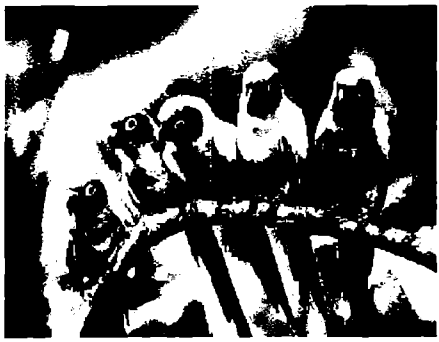

আমি পদ্মা নদীর তীরে
মেঘনা নদীর তীরে
বাংলাদেশের শহর নগর
গ্রাম রেখেছে ঘিরে।
ঘুম ভেঙ্গে যায় ভোরে পাখির গানে
শিশির কণা আমায় কাছে টানে
দেশের প্রাচীর পাহাড় যেন
ডাকছে উঁচু শিরে।
ফসল মাঠে রাখাল বাজায় বাঁশি
ষড়ঋতুর দেশকে ভালোবাসি
বিলে ঝিলে শাপলা ফোটে
সুখ বেদনার ভিড়ে।
আম কাঁঠাল আর হরেক ফুলের বন
মেঠো পথে বাতাস টানে মন
সবুজ দেখে মন ভরে না
আবার তাকাই ফিরে।
ছবির মতো সজীব মাটির দেশ
রত্নরাজি অমূল্য অশেষ
নীল সাগরে আশার আলো
ফুটছে ধীরে ধীরে।

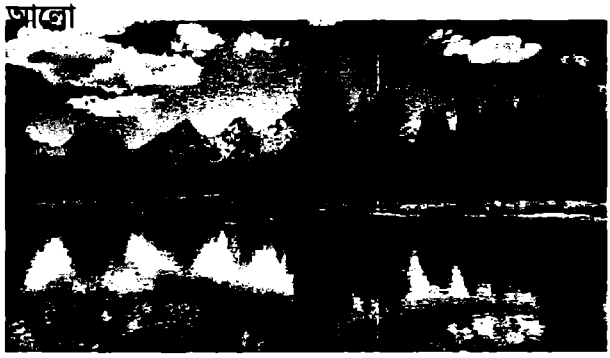

www.pathagar.com

দেশ আমার বাংলাদেশ

সবুজের মাখামাখি
আমার এই দেশ
ভালোবাসা এতো বেশি
নাই যার শেষ।
নদী চলে বাঁক নেয়
দূরে কাছে পাখি গায়
মাঠ ভরা ঢেউ দেখে
তৃপ্তি অশেষ।

ফুলবনে মৌমাছি গুনগু
মনে হয় এলো ফিরে
মাঝি গায় ভাটিয়ালি
রেখে যায় রেশ।

বৈশাখে এলোকেশী ঝড় বয়
ঠিক যেন সাহসের কথা কয়
স্বাধীনতা রক্ষার
আছে পরিবেশ।

www.pathagar.com

বটের ছায়ায়

আমি বটের ছায়ায় বসে
প্রিয় সে নদীর পাশে
মনে মনে নদী হই পার।

ছোট ছোট ঢেউ ছিল
ঐ পাড়ে কেউ ছিল
হেঁটে চলা পথ ছিল আর
সে পথের ধার দিয়ে
মনে হয় ছুটি গিয়ে
ভালোবাসা ছড়াবো আবার।

মুখরিত ছিল গানে
দোলা দিত সব প্রাণে
হাসি সুখ ছিলতো সবার
সে হাসি আজো খুঁজি
না পাবার জ্বালা বুঝি
কিছু নাই আর হারাবার।
উড়ে উড়ে যেতো পাখি
আমাকেও নিতো ডাকি
কত সুখ ছিলতো দেবার
আজ আমি ভাবি শুধু
হয়তোবা আছে মধু
সময়তো শুধু বিলাবার।

www.pathagar.com

যমুনা বাঁচাই

যমুনার কতো পানি
ছিল সব জানাজানি
আজ পানি নাই
বলো তবে দেশটাকে
কি করে বাঁচাই ?

থইথই পলি মাটি
ফসলের হাসি খাঁটি
আজ হাসি নাই
যমুনার সেই তেজ
বলো কই পাই?

তীর ঘেঁষা কাশবনে
পাখি ওড়ে আনমনে
গানে সুর নাই
বলো আজ কোন দিকে
দৃষ্টি ফিরাই?

যমুনার তীরে তীরে
সুখ তবু ভাসে ধীরে
চলো সেথা যাই
এক হয়ে বাঁধ ভেঙে
যুমনা বাঁচাই।

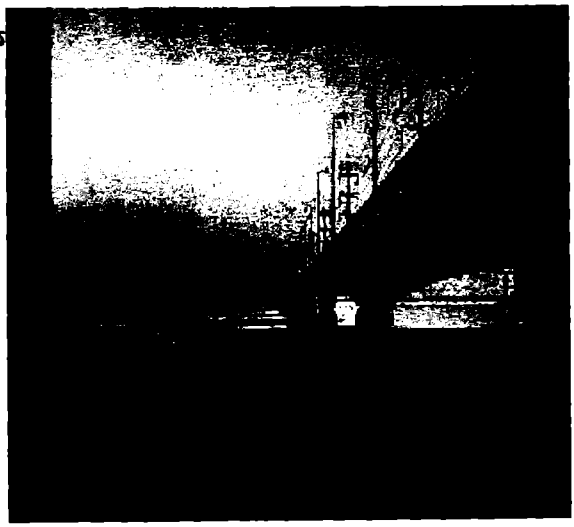

www.pathagar.com

ভালোবাসা থইথই

বৈশাখে ঐ শাখে
বাতাসের বন্যা
নেচে নেচে যায় ছুটে
পাহাড়ের কন্যা।

নদী যায় মোহনায়
কলকল শব্দ
বৈশাখী কালো রূপ
আহা ! সেকি জব্দ।
এ পাড়ায় ও পাড়ায়
মুখরিত দেশটা
বৈশাখ চলে যায়
রেখে যায় রেশটা।

ফুলবনে আনমনে
প্রজাপতি নাচে ঐ
দেশ গেঁথে আছে বুকে
ভালোবাসা থইথই।

www.pathagar.com

বর্ষা

কদম ফোটা বর্ষাকালে
উথাল আমার মন
বাদল ধারায় ছন্দ আনে
ভেজে সবুজ বন।

কৃষাণ ভেজে ফসল মাঠে
পাখি ভেজে ডালে
ঝুম বৃষ্টি মাঠে ঘাটে
ঝরে টিনের চালে।

গাঁয়ের বধূ ভিজে খুশি
খুশি আমার মা
পুকুর নদী তাথৈ তাথৈ
ভাসছে যেন গাঁ।

শাপলা ভাসে পদ্ম ভাসে
ভাসে হাঁসের ছানা
কেউবা থাকে ঘরের কোণে
বের হতে যে মানা।

ছাতার ফাঁকে পথিক ভেজে
ফুটপাথে ঐ বুড়ি
ভোজনরসিক খেয়ে খেয়ে
বাড়ায় আপন ভুঁড়ি।

বর্ষাকালে আমি খুঁজি
ছোট্ট বেলার স্মৃতি
ভালোবাসায় জড়িয়ে ছিলাম
ছিল না ভয়ভীতি।

www.pathagar.com

শরতে

কাশবন দোল খায়
সাদা মেঘ ভাসলো
সোনা ফলা মাঠ দেখে
কৃষাণেরা হাসলো।

শরতের আগমনে
প্রজাপতি সাজলো
পাখিদের কলতান
কানে সুর বাজলো।

নদীর ঐ বাঁকে বাঁকে
হাসে কেউ খিলখিল
চাঁদ এসে উঁকি দেয়
দীঘি করে ঝিলমিল।

মনে হয় সুখগুলো
ধরা দেয়া শরতে
মাঠ ঘাট নদী নালা
ছোঁয় প্রতি পরতে।

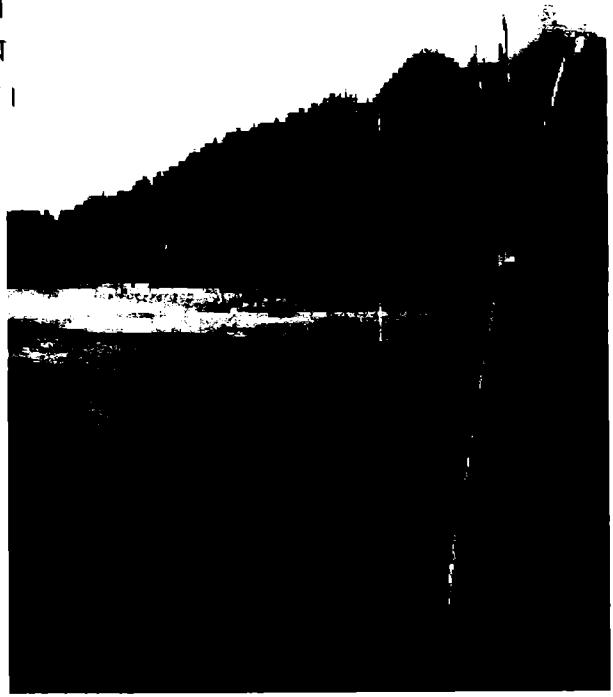

www.pathagar.com

হেমন্ত আসে

আমাদের দেশটা
ভালোবাসি শেষটা
ঋতু গনি চার পাঁচ ছয়
সব ঋতু সুখ প্রেমময়।

শরতের কাশবন
দোলা দেয় এই মন
হেমন্ত আসে তারপর
ফসলে ভরে বাড়িঘর।

মাঝে মাঝে কুয়াশা
দূর হয় নিরাশা
এরপর চলে আসে শীত
খুশী মনে বাজে সংগীত।

মাঠ ঘাট প্রান্তর
ভরে ওঠে অন্তর
হেমন্ত সুখ খুঁজে আনে
দেশ প্রেম পাখিদের গানে।

www.pathagar.com

হাড়কাঁপানো শীত

হাড়কাঁপানো শীত এলো এই দেশে
প্রতি বছর আসে নতুন বেশে
খেজুর রস আর পিঠাপুলি থাকে
আমার শুধু মনে পড়ে মাকে।

হিমেল হাওয়ায় ফুটপাথে মা কাঁপে
হয়তো কিছু উষ্ণতা রোদ তাপে
গরম কাপড় দেই যদি তার হাতে
একটু আরাম পায় খুঁজে সে রাতে।

শীতে কাঁপে আমার ছোট ভাই
বোনও কাঁপে- গরম কাপড় নাই
কাপড় আছে আমার অনেক বেশি
বিলিয়ে দেবো দেখতে খানিক হাসি।

হাড়কাঁপানো শীত এলো এই দেশে
প্রতি বছর আসে নতুন বেশে
হাজার মানুষ ফুটপাথে রোজ থাকে
আপন স্বজন, মনে পড়ে মাকে।

www.pathagar.com

কাশবন

কাশবন ঘাসবন
প্রজাপতি ফড়িঙের
সুন্দরবন সেতো
বাঘ আর হরিণের।

কাশবনে ছোটাছুটি
ফড়িঙের সঙ্গে
ভেসে যেতে মন চায়
প্রজাপতি ঢঙ্গে।

সুন্দরবনে থেকে
বাঘ পায় দীপ্তি
হরিণের চেহারাটা
দেখে লাগে তৃপ্তি।

কাশবন ঘাসবন
মাথা নেড়ে ডাকে ঐ
স্রষ্টার সাথে তাই
মন খুলে কথা কই।

www.pathagar.com

মাথা নত করবোনা

একুশ আমায় শিক্ষা দিলো
মাথা নত করবো না
পাহাড় সমান ঢেউয়ের মাঝে
হতাশ হয়ে মরবো না।

নিজের ভাষায় বলবো কথা
বলবো সুরে সুখ ও ব্যথা
সাম্য প্রেমের কথকতা
মায়ের আঁচল ছাড়বো না
একুশ হতে শিক্ষা নিয়ে
দেশটা কেন গড়বো না?

আমার দেশে পাখির গানে
বর্ণমালার ছন্দ আনে
নদীর দোলায় দুলে চলার
সুযোগ আমি ছাড়বো না
একুশ হতে শিক্ষা নিয়ে
কেন তবে লড়বো না?

আমার দেশে ফসল মাঠে
বাংলা হাসে হাটে ঘাটে
কৃষাণ কামার কুমোর তাঁতির
মালা কেন গাঁথবো না
একুশ হতে শিক্ষা নিয়ে
গোলা কেন ভরবো না ?

www.pathagar.com

বর্ণমালা হাসে

আমার দেশে গানের পাখি
বাংলাতে গান গায়
পলাশ জবা শিউলি বকুল
বাংলা খুঁজে পায়।

চাঁদনী রাতে পুকুর ঘাটে
বর্ণমালা হাসে
থোকায় থোকায় জোনাক পোকা
বাংলা ভালোবাসে।

রাখাল ছেলের মিষ্টি গানে
কিংবা নদীর বাঁকে
বাংলা বধূ ছৈয়ের ছায়ায়
মুখ লুকিয়ে রাখে।

শহর নগর অফিস পাড়ায়
বাংলা আমার ভাষা
নাই ভেদাভেদ দেশের মানুষ
কৃষাণ মজুর চাষা।

www.pathagar.com

আমার মা

আমার সকল সত্তাজুড়ে
জড়িয়ে আছেন মা
মাকে ছাড়া জীবন আমার
ভাবতে পারি না।
মায়ের চোখের দৃষ্টি দিয়ে
দেখা শিখেছিলাম
মায়ের মুখে কথা শুনে
বলতে শিখেছিলাম
খেলাধুলা লেখাপড়া
সঙ্গী আমার মা।
মা যে আমার কল্পলোকের
গল্প বলার সাথী
সুখের দোলায় দু'জন দুলি
দারুণ মাতামাতি
আঁচল ছায়ায় থাকবো মায়ের
মনের কামনা।
জীবন গড়ার পাঠশালাতে
মা যে আমার গুরু
ভালোবাসার কোমল ছোঁয়ায়
হৃদয় দুরু দুরু
মাথায় তুলে রাখবো মাকে
কষ্ট দেবো না।
অসুখ-বিসুখ হলে আমার
নাওয়া খাওয়া ভুলে
সারাটা রাত না ঘুমিয়ে
দু'চোখ থাকে ফুলে
মায়ের সাথে তাইতো কারো
হয় না তুলনা।

www.pathagar.com

আসবে ঈদের দিন

কোথায় ঈদের চাঁদ,
কোথায় ঈদের দিন!
মন ছুটে যায় ঐ সুদূরে
মিসর ফিলিস্তিন।

ঘরে ঘরে লাশের মিছিল
কাঁদার মানুষ নাই
বলতে পারো কেমন করে
ঈদের গজল গাই?

মজলুমানের কান্না শুনি
পাশের মিয়ানমারে
চাঁদটা বুঝি লুকিয়ে গেল
করুণ হাহাকারে।

নাই খুশি নাই ঐ সিরিয়ায়
কাশ্মিরেও নাই
বাংলাদেশে আমরা কি ভাই
ঈদের দেখা পাই?

জুলুম শোষণ অনাচারের
শোধ হবে যেই ঋণ
শান্তি সুখের বইবে বাতাস
আসবে ঈদের দিন।

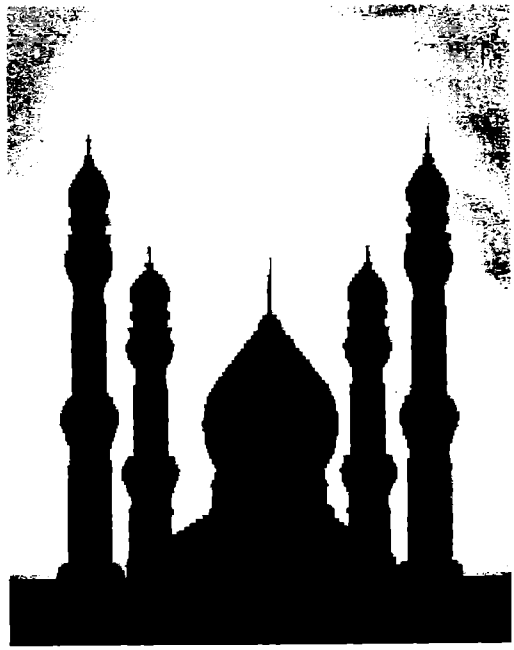

www.pathagar.com

কোরবানি

কোরবানি ভাই কোরবানি
আসলো ফিরে কোরবানি
ত্যাগ মহিমার শিক্ষা এযে
খোদার মেহেরবানি।
প্রজাপতির ঐ পাখায়
বৃক্ষ তরুর ঐ শাখায়
ঈদ খুশিতে ঝলকানি
ঈদের রাতে চাঁদরাণী।

নদীর পানি ছন্দ পায়
পাখি সুরে গজল গায়
উদার করে দিলখানি
এই আমাদের কোরবানি।

ইব্রাহীমের সেই ত্যাগে
হৃদয় মনে ভাব জাগে
আসলে চোখে প্রেম পানি
কবুল হবে কোরবানি।

www.pathagar.com

নিবেদিত কবিতা)

আজ প্রয়োজন

জাগলো আবার সমাজ জাতি
গাইলো পাখি বুলবুলি
ডাগর চোখে চেয়ে থাকা
ঝাঁকড়া মাথার চুলগুলি।

বটের ছায়ায় বংশীবাদক
দরাজ হাসি দিল খোলা
গোলাপ জবা বকুল যেন
পাপড়ি মেলা মন ভোলা।

নদী যেমন ছন্দ সুখে
সাগর পানে যায় ছুটে
আলোর শিখা ছড়িয়ে গিয়ে
দূর হলো সব ঘুটঘুটে।

আগল ভাঙা নবীন নকিব
স্বাধীনতার গাইলো গান
গানের ভাষায় জাগলো জাতি
দিকে দিকে নতুন প্রাণ।

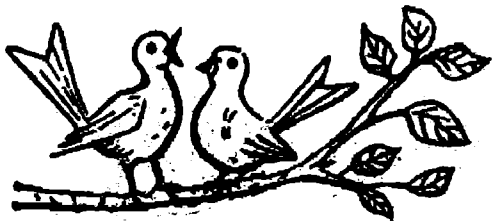

আজ প্রয়োজন আবার দেশে
সকাল বেলার সেই পাখি
শিকল ভাঙার গানে গানে
বিবেক মাঝে দিক ঝাঁকি।

www.pathagar.com

সবুজ বনের পাখি

খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেল
সবুজ বনের পাখি
উড়ে গেল আপন দেশে
দিয়ে চোখে ফাঁকি।
গানে গানে বলতো পাখি
সত্য ন্যায়ের কথা
পাখির গানে ঘুচে যেতো
হতাশা আর ব্যথা
মুচকি হেসে মেলবে না আর
ডাগর দু'টি আঁখি ॥
সুরে সুরে বলতো পাখি
দেশকে ভালোবাসো
ঈমানদারের সাহস নিয়ে
সামনে ছুটে আসো
অধীর হয়ে করবে না আর
নিত্য ডাকাডাকি ॥

গানের পাখি প্রাণের পাখি
পাপিয়া বুলবুল
কুসুম কলি ফুটলো গানে
মৌমাছি আকুল
গানের নেশায় আমি শুধু
নীলিমায় চোখ রাখি।

www.pathagar.com

আমি ছিলাম

আমি ছিলাম ঠিক তোমাদের মতো
মনে রঙিন আশা ছিল
স্বপ্ন ছিলো কতো।

ঘরে ছিলো চোখের মণি
ছিলো নয়নতারা
এক নিমিয়ে মুক্ত আমি
চির বাঁধনহারা
সঙ্গী যারা ফেলবে অঝোর
অশ্রু অবিরত।

শত কাজে ব্যস্ত ছিলাম
সময় ছিলো কম
ভাবি না আর কাজের কথা
ভাবি না একদম
আপন স্বজন ভুলবে আমায়
থাকবে না শোক ক্ষত।

বুঝিনি হায় হঠাৎ এমন
সব কিছু হারাবো
নেই যে সুযোগ কারো প্রতি
হাত দু'টো বাড়াবো
আশা আছে সবার সাথে
মিলবো মনের মতো

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারির পঁচিশ

ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখ
নতুন পাখির গান
ঝর্নাধারার নাচোন আমার
ভিজিয়ে দিলো প্রাণ।

আকুল ব্যাকুল পুষ্প বকুল
শিউলি ফুলের মালা
থাকলো না আর কষ্ট ব্যথা
দূর হলো সব জ্বালা
নতুন পাখি প্রিয় আমার
নতুন পাখি ধ্যান ॥

মাস ফুরালো বছর গেল
যুগ হলো দুই পার
নতুন পাখি থাকলো নতুন
হয়নি পুরান আর
আজো ভাবি পাখির কথা
পাখি আমার জ্ঞান ॥

ভাবনা জাগে কষ্ট লাগে
কাঁপে আমার বুক
পাখি যদি যায় পালিয়ে
হারিয়ে যাবে সুখ
থাকুক পাখি চিরটা কাল
পাখি আমার জান ॥

www.pathagar.com

বোনটি আমার

এইতো সে দিন লাল শাড়িতে
সাজিয়ে দিয়েছিলাম
এইতো সে দিন সুখের দোলায়
ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

ছোট্ট সোনা বোনটি আমার
কান্না ধোয়া সুরে
সুখে দুখে ভেসেছিলো
অনেক দূরে দূরে
অভিমানীয় দৃষ্টি হতে
মুখ লুকিয়ে নিলাম ॥
গোলাপ জবা বকুল বেলীর বাগান ধীরে ধীরে
হেসেছিল মাত্র ক'দিন আমার বোনকে ঘিরে

কালবোশেখী আঘাত হেনে
উড়িয়ে নিলো সব
রেখে গেল কষ্ট শুধু
ব্যথার অনুভব
স্বপ্নমাখা চাঁদের হাসি
আমি চেয়েছিলাম ॥

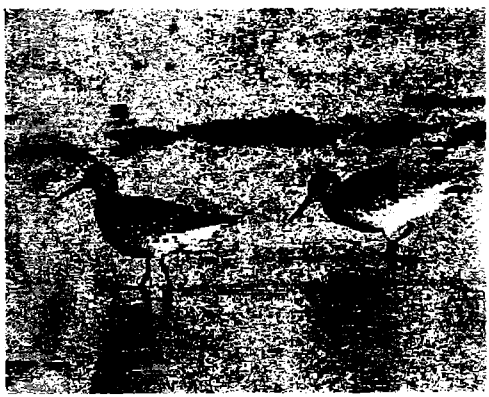

www.pathagar.com

ঊর্মির জন্য

আল্লাহ্ তায়ালা শান্তি দিও
আমার বোনের মনে
সুখের দোলায় দুলতে থাকুক
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

নতুন জীবন হয় যেন ঠিক
ফুল বাগানের মতো
পাখি উড়ুক ডানা মেলে
যত খুশি ততো
সুবাস শুধু জড়িয়ে থাকুক
আদর ভরা বনে
সুখের দোলায় দুলতে থাকুক
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

ইচ্ছাগুলি ছন্দ তালে
ছুটুক ঝর্না হয়ে
জীবন চলুক নিয়ম মেনে
মহান প্রভুর ভয়ে
শান্তি সুখের নতুন বাগান
নতুন অনুরণে
সুখের দোলায় দুলতে থাকুক
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

www.pathagar.com

চাঁদের মতো

চাঁদের মতো উঁকি দিলো
ছোট্ট সোনা বাবু
দেখে হলাম আত্মহারা
আরো হলাম কাবু।

কাঁদলো আবার হাসলো
আমায় ভালোবাসলো
কান্না হাসি কে শিখালো
বললো নাতো বাবু
শুনে শুনে বাড়লো আবেগ
আমি হলাম কাবু।
কেঁদে কেঁদে খুঁজলো
হয়তো কিছু বুঝলো
ঠোঁটে আবার হাসির রেখা
মাকে খোঁজে বাবু
দেখে হৃদয় উথালপাথাল
আমি হলাম কাবু।

www.pathagar.com

পাখি আমার

পাখি আমার উড়ে গেল
বলে গেল না
যাবার সময় মিষ্টি সুরে
গান শুনালো না।

ছোট্ট পাখি ছিলো হৃদয়জুড়ে
গান শুনাতো আমায় উড়ে উড়ে
কেন দূরে উড়াল দিলো
আমায় খুঁজলো না ॥

পাখি এখন যেই বনে থাকে
হয়তো আমায় সারাক্ষণ ডাকে
আমি কি আর পাবো তারে
মনযে মানে না ॥

অবুঝ পাখি ওড়ে সবুজ বনে
আমি খুঁজি তাকে মনে মনে
শেষ ঠিকানায় ঝর্না পাশে
আমায় ছাড়বে না ॥

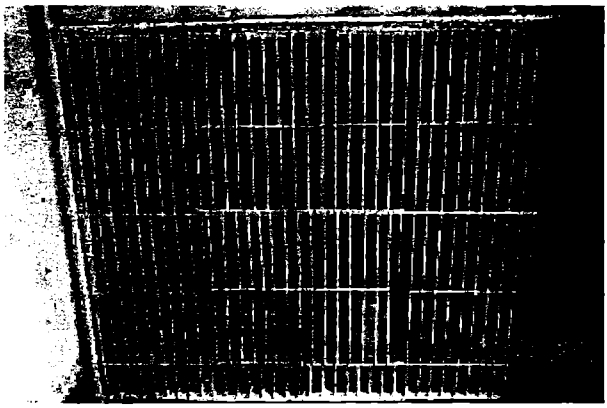

www.pathagar.com

গুম

মাগো আমার কপালজুড়ে
দাও না এঁটে চুম
বলো না মা, আমার চোখে
নাই কেন আর ঘুম?

সন্ধ্যারাতে পড়ার সময়
জড়িয়ে যেতাম ঘুমে
ডেকেও সাড়া পেতে না মা
বন্ধ দুয়ার রুমে।

সকালে ঘুম, দুপুরে ঘুম
ঘুমতো সন্ধ্যা হলে
গোস্বা হয়ে খেতাব দিলে
ঘুমকন্যা বলে।

আজকে তোমার ঘুমকন্যার
পালিয়ে গেল ঘুম
যে রাত হতে বাবা আমার
হঠাৎ হলেন গুম।

www.pathagar.com

বাবার গান

আমার বাবা ছিলেন বটবৃক্ষের মতো
তাঁর ছায়াতে বড় হয়ে বুঝতে পারি শত।

যখন আমি অল্পস্বল্প বুঝি
বাবার সকল আদর স্নেহ খুঁজি
শিশুকালীন কষ্ট হাজার দিতাম অবিরত ॥

যখন আমার কিশোর ছেলেবেলা
বাবার সাথে ছিলাম খোলামেলা
কিশোর মনে বাবা দিতেন সাহস উন্নত ॥

যখন আমি যুবক পরিণত
বাবা আমায় রেখেছেন বিরত
শাসন পেয়ে মন্দ হতে থেকেছি অক্ষত ॥

এখন আমি শেষ বিকেলের ছায়ায়
নাইতো বাবা জড়িয়ে আছি মায়ায়
পরকালে হাসুক বাবা যতো খুশি ততো ॥

www.pathagar.com

বৃক্ষলতা

হিজল, জারুল,পলাশ, বকুল
বটের ছায়ায় হাঁটতে চাও?
মেহেরপুরে ডিগ্রি কলেজ
এসে তুমি বেড়িয়ে যাও।
হরীতকী, অশোক, আগর
গেওয়া, ছাতিম আর তমাল
পাকুড়, তেঁতুল, আমে, জামে
মনটা হবে বেসামাল।
বৈচি, কুসুম, ওলটকম্বল
দেখতে পাবে কাঠগোলাপ
মাধবীলতা, মালতীলতার
সঙ্গে হবে বেশ আলাপ।
ঝুমকোলতা, উলটচণ্ডাল
দেখবে তুমি কাঠবাদাম
ফুলের হাসির মূল্য অসীম
বলবে কে তার কেমন দাম।
সোনাঝুরি, ট্রামপিট
লতা আছে নীলমণি
মেহেরপুরে ডিগ্রি কলেজ
গাছের যেন এক খনি।
বাসকলতা, লালকমল
কুরচি, কুঁচি, একলেজা
স্বর্পগন্ধা যষ্টিমধু
দেখে হবে মনভেজা।
সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা
গাছগুলো সব দেখতে চাও?
আসো না ভাই মেহেরপুরে

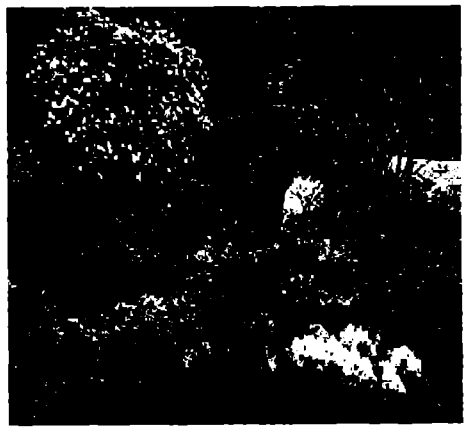

www.pathagar.com

ডিগ্রি কলেজ বেড়িয়ে যাও।

সাত রঙের গান

বেগুনি রঙ বেগুনি রঙ
বেগুন গাছের শাখে
নীল আকাশে রঙধনুটা
স্বপ্ন ছবি আঁকে।
আসমানি রঙ খুঁজতে যখন
আকাশ পানে চাই
বুঝি না ঠিক রঙটা কোথায়
মজা খুঁজে পাই
দৃষ্টি তবু নীলের মাঝে
মুগ্ধ হয়ে থাকে ॥
সবুজ দেখি তরুলতা
সবুজ ফসল মাঠ
শর্ষে ফুলের হলুদ মাঠে
মৌমাছিদের হাট
পাগল করা সবুজ হলুদ
ডাকে কাছে ডাকে ॥
কমলা রঙের কমলালেবু
মিষ্টি রসের ফল
লাল-সবুজের পতাকাটা
বাড়ায় বুকে বল
দেশের প্রতি ভালোবাসা
জড়ায় নদীর বাঁকে ॥

www.pathagar.com

ইট পাথরের এই শহরে

ইট পাথরের এই শহরে
আমার বসবাস
কোলাহল আর ধুলাবালুর
মাঝখানে আবাস
তবু শহর ভালোবাসি
একটি ফুলের কুঁড়ির মাঝে
দেখি দেশের হাসি।
ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে
লেকের পাড়ে গেলে
প্রিয় নদীর শীতল ছোঁয়া
এক নিমিষে মেলে
হাজার তালে বেতাল হয়ে
মনপবনে ভাসি ॥
হরেক রকম যানবাহনে
ক্লান্ত হয়ে শেষে
শহর ঘেঁষা নদীর তীরে
দাঁড়িয়ে পড়ি এসে
ঘুরে ঘুরে ঐ সুদূরে
খুঁজে বেড়াই চাষি ॥
আমার ঘরের ব্যালকনিতে
চড়ুই পাখির গানে
গাঁওগেরামের হাজার পাখির
ছন্দ জাগায় প্রাণে
ছোট্ট টবের ঘাসফুলেরা
দোলায় রাশি রাশি ॥

www.pathagar.com

গাছের ডালে

গাছের ডালে ঝুলতে দেখি গান
সে ডাল হতে নামিয়ে এনে
সুর দিলে পায় প্রাণ ॥

হয়তো গানের খোঁজ গেয়েছে
পাখি গাছের ডালে
সারা দিনই খুঁজছে যেন
সেথায় ছন্দ তালে
মাঝে মাঝে ভেসে আসে
সুরের ঐকতান ॥

গানের নেশায় বাতাস বুঝি
সুড়সুড়ি দেয় ডালে
খিলখিলিয়ে হেসে পাতা
দোলে তালে তালে
গানের বাহক বাতাস যেন
জুড়ায় হৃদয় প্রাণ ॥

পাখির গানে হাওয়ার তানে
দোলে হৃদয় দোলে
মহান রবের গুণ-মহিমা
বন্ধ দুয়ার খোলে
সঠিক পথে রই অবিচল
চেষ্টা অফুরান ॥

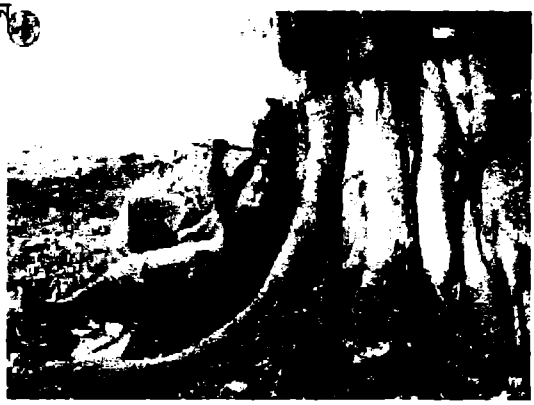

www.pathagar.com

রাখাল বালক

এক যে ছিল রাখাল বালক
মেষ চড়াতো মাঠে
মিথ্যা বলে মজা পেত
যখন যেমন খাটে।

চেঁচিয়ে জোরে বলতো বালক
বাঘ খেলোগো আমায়
বাঁচাও বাঁচাও জলদি এসো
তোমরা বাঁচাও আমায়
খিলখিলিয়ে পালিয়ে যেত
ঝোপ পেরিয়ে মাঠে ॥

একই রকম মিথ্যা বলে
পেতো দারুণ মজা
বলতো সবাই থামাও একাজ
নইলে পাবে সাজা
বুঝতো না সে মিথ্যা বলায়
কপালে কি ঘটে ॥

সত্যি যেদিন বাঘের থাবা
পড়লো এসে ঘাড়ে
বাঘ খেলোগো বাঘ খেলোগো
চেঁচায় বারে বারে
কেউ এলো না হাত বাড়িয়ে
মরণ এলো বটে ॥

www.pathagar.com

হিমছড়ি পাহাড়ে

আহারে আহারে হিমছড়ি পাহাড়ে
স্বপ্নের কবিতারা কথা কয়।

ঝর্নার ঝরঝর ছন্দে
বনফুল গুল্মের গন্ধে
মনটাকে ধরে রাখা বড় দায়
স্বপ্নের কবিতারা কথা কয়॥

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বিশাল ঐ সাগরের নৃত্য
অসীমের হাতছানি ভরে ওঠে বিশ্বাসী চিত্ত

পাহাড়ের চূড়াতে দাঁড়িয়ে
সাগরের সুদূরে হারিয়ে
স্রষ্টার কথা শুধু মনে হয়
স্বপ্নের কবিতারা কথা কয়।

www.pathagar.com

দেশের গান

আমায় নিয়ে চলো-
সেই ছাতিম তলায়
বসি পুকুর পাড়ে
গানের পাখি সুরে সুরে
ডাকে বারে বারে ।
জলতরঙ্গ দেখে সেথায়
উঠতো হৃদয় দুলে
সবুজ শ্যামল লতাপাতা
দুচোখ দিতো খুলে
নীরবতা ------ ভেঙ্গে দিতো
সেথায় বাঁশের ঝাড়ে ॥

ঘুঘু পাখি ডাকতো আমায়
অলস দুপুর বেলা
কেমন করে আমি সে ডাক
করতে পারি হেলা
ছুটে যেতাম ----- বন বাদাড়ে
আজো হৃদয় কাড়ে ॥

টানতো আমায় সুদূর হতে
শাল বাগানের ছবি
শর্ষে ফুলের মাতাল শোভায়
মন হতো এক কবি
প্রজাপতির রূপের কথা
বলবো আমি কারে ॥

www.pathagar.com

মাঠের পরে মাঠ

মাঠের পরে মাঠ
ছোট্ট নদীর ঘাট
খেয়ায় চড়ে গাঙ পেরোলে
আমার সবুজ গ্রাম।

আম কাঁঠাল আর লতাপাতার ফাঁকে
মিষ্টি করে গানের পাখি ডাকে
হাজার ফুলে মাতোয়ারা
জানি না সব নাম ॥

সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা বেলা
বাতাস লেগে পুকুর দীঘির খেলা
ছন্দ জাগায় আমার গ্রামে
দোলে অবিশ্রাম ॥

www.pathagar.com

ক্রিকেট

দেশ মেতেছে ক্রিকেট খেলায়
ছক্কা চারের মার
উল্লাসে তাই ভক্তরা সব
লাফায় বারংবার।

ঘূর্ণি বলের ঘূর্ণনে ভাই
বাতাস যখন কাঁপে
সারাটা মাঠ গর্জে ওঠে
আনন্দ আর তাপে।

বিজয় যখন হাতের মুঠোয়
দারুণ ভাবে ভাসে
দেশের সুনাম বিশ্ব মাঝে
শাপলা ফুটে হাসে।

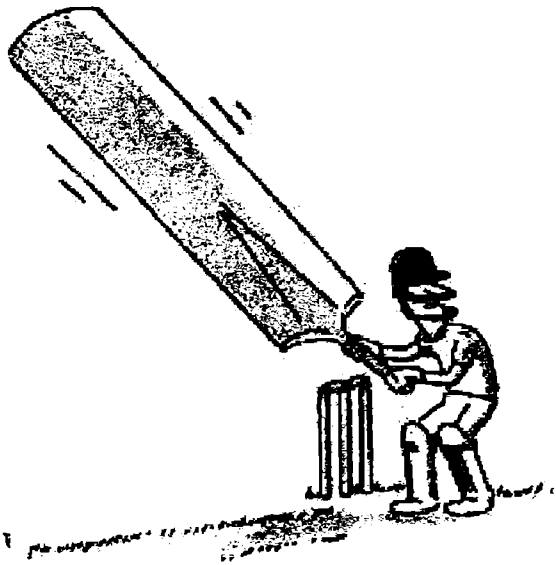

www.pathagar.com

মুক্ত আকাশ

পাখির মতো জীবন যদি হতো
ঠিক পাখিদের মতো
মুক্ত আকাশ বনবনানী
খুঁজে নিতাম কতো।

তেপান্তরে ডানা মেলে
কণ্ঠে নিয়ে সুর
মেঘের দেশে ভেসে যেতাম
হোক তা বহু দূর
ভাবনাগুলো খুশি ছড়ায়
যতো ভাবি ততো ॥

সন্ধ্যা হলে মুক্ত পাখি
ফেরে আপন বাসায়
আমি থাকি সুখ স্বপনে
জড়িয়ে ভালোবাসায়
সাগর মরু পাহাড় আমায়
ভাসায় অবিরত ॥

www.pathagar.com

ভালো লাগে

পৃথিবীর রূপ রয়
সবুজ ঐ প্রান্তর
ছেড়ে যেতে চায় না এ অন্তর।
বুক ভরা আছে আশা
মানুষের ভালোবাসা
কাছে টানে আমাকে নিরন্তর।
গাছে গাছে কোকিলের কুহুতান
অন্তরে পাখিদের আহ্বান
ভালো লাগে বৈশাখী কালো ঝড়।
ডালে ডালে বৃষ্টির কান্না
মনে হয় হীরা চুনি পান্না
ভালো লাগে চকচকে বালুচর।
দোল খায় দোল খায় ফোটা ফুল
ছুটে চলে খুকি যেন কানে দুল
ভালো লাগে মাঠ এই উর্বর।
হৃদয়ে গাঁথা আছে কিছু মুখ
চির চেনা আমাদের এই সুখ
ভালো লাগে এই মুখ এই ঘর।

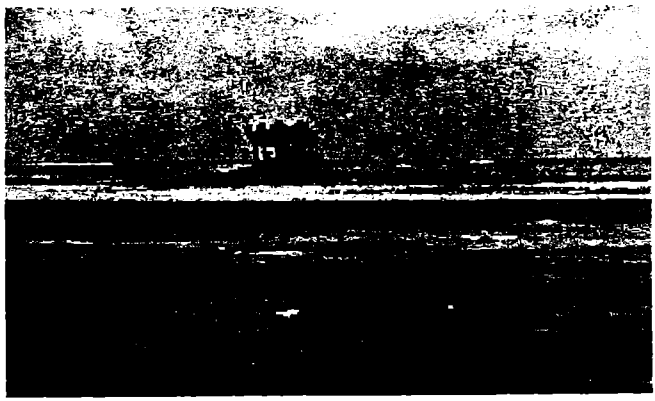

www.pathagar.com

এখনো অনেক রাত

এখনো অনেক রাত
সকাল হতে আছে আরো বাকি
বিজয় দিনে বিজয় খুঁজে
হৃদয়ে গেঁথে রাখি।

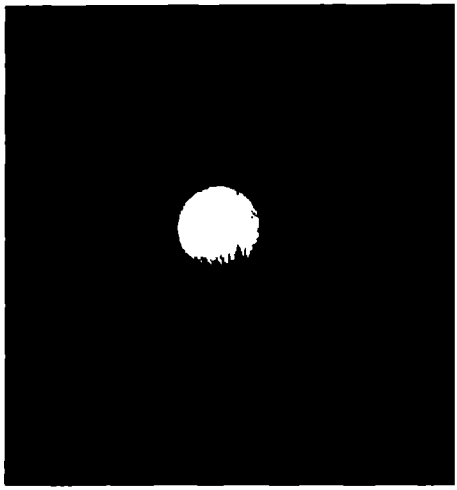

আমার দেশের মাটি মানুষ
বৃক্ষ তরুলতা
আমার দেশের পাহাড় নদী
হাজার কথকতা
ঝর্নাধারা নীরব হয়ে
অন্তরে দেয় ঝাঁকি।

গোলা ভরা ফসল ছিলো
পুকুর ভরা মাছে
ফুল ও ফলের হাসি ছিলো
দেশের গাছে গাছে
সেদিনগুলো ফিরে আসার
আর কতোটা বাকী।

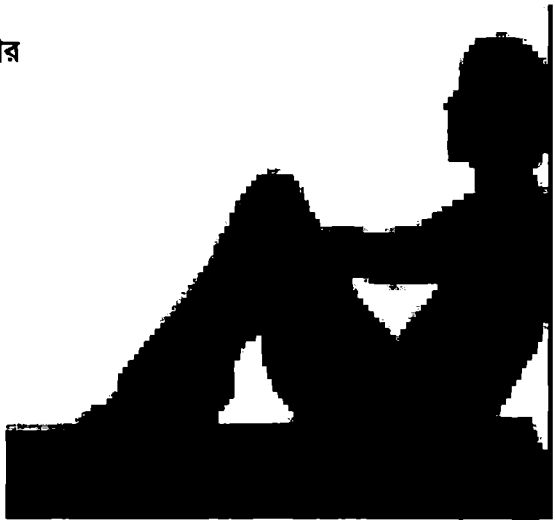

তীতুমীরের এ দেশভূমি
শাহজালালের দেশ
লক্ষ প্রাণের স্বাধীনতা
হবে কি নিঃশেষ !
আজও আমি স্বপ্ন দিয়ে
বিজয় গাথা আঁকি।

www.pathagar.com

আঁধারে ভয় পেও না

আঁধারে ভয় পেও না
আলো আছে আড়ালে
কালো সব পালিয়ে যাবে
তুমি উঠে দাঁড়ালে।

বালুর ঐ বাঁধগুলো সব
ভেসে যাবে এলে ঢেউ
দাবানল হয়তো নেভে
ফুঁ দিয়ে কি নেভায় কেউ
মঞ্জিল পাবে তুমি
পাহাড় পায়ে মাড়ালে ॥
মরীচিকা হয় না যেন
তোমার পথের নিশানা
আকাশের তারা দেখে
চললে পাবে ঠিকানা
চলার সাথী পাবে
হাত দু'খানা বাড়ালে ॥

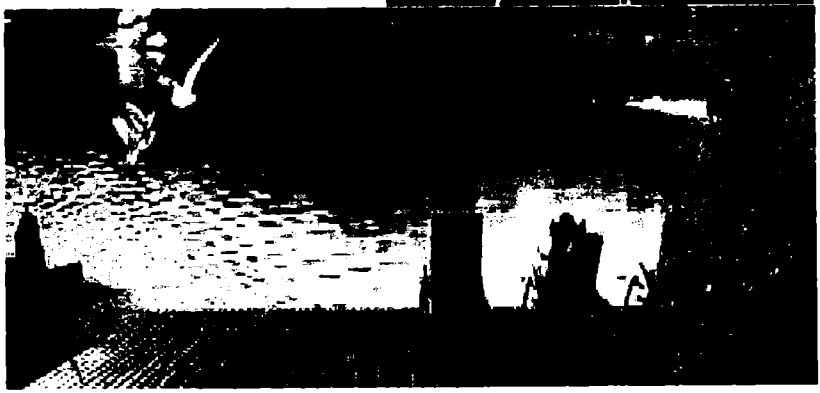

www.pathagar.com

ফুটবে কুসুম

রাত যতই গভীর হবে
সকাল ততো কাছে
ফুটবে কুসুম ডালে ডালে
গাইবে পাখি গাছে ।

হুতুম পেঁচা চেঁচায় জোরে
আঁধার যতো বাড়ে
ছিঁচকে চোরা খুঁজে ফেরে
সুযোগ বারে বারে
বুঝে নাতো সবার উপর
দৃষ্টি কারো আছে ॥

হাতী যখন ফাঁদে পড়ে
চামচিকা দেয় লাথি
মূর্খ করে অকারণে
বেজায় মাতামাতি
জবাবদিহি করতে হবে
দিনটি খুবই কাছে ॥

www.pathagar.com

নীলনদ লালে লাল

রক্তের স্রোত দেখি
নীলনদে আজ
তবে কেন চুপচাপ
বিশ্ব সমাজ?
এতো কথা এতো বুলি
দেখে না দু'চোখ খুলি
বিশ্ব বিবেক
নীল নীল আসমানে
ঘন কালো মেঘ।
থেমে গেছে গান সব
পাখিদের অনুভব
সুখ মোটে নাই
রক্তের বিনিময়ে
ফুল হাসি চাই।
নীলনদ লালে লাল
পানি ছিল গতকাল
মিশে একাকার
রামসিন আননাহাদা
রাবেয়া স্কয়ার।
তবে কেন চুপচাপ
বিশ্ব সমাজ
ঈমানের আলো জ্বেলে
পথ চলি আজ।

www.pathagar.com

পলাশীর পরিণতি

ঈশাখান তীতুমীর
আছে শত রণবীর
ত্যাগ স্বীকারে মোটে ভয় পাই না
পলাশীর পরিণতি আর চাই না।
স্বাধীনতা বড় ধন
বড় আছে এই মন
নিজকে নিজে যেন ভুলে যাই না
পলাশীর পরিণতি আর চাইনা।
মীরজাফর উমিচাঁদ
আজো আছে কালোহাত
কেন ঐ কালোহাত ভেঙে দেই না
পলাশীর পরিণতি আর চাই না।

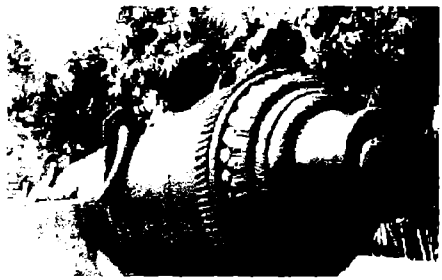

এই মাটি এই দেশ
সম্পদ নাই শেষ
আল্লাহ্‌র দয়া ছাড়া কিছু বুঝি না
পলাশীর পরিণতি আর চাই না।

www.pathagar.com

হেরার রশ্মি

রশ্মি রশ্মি হেরার রশ্মি
সত্যের আলোড়ন গানে
চেতনার কথা সুরে
গেয়ে যাই কাছে দূরে
বিবেকের রশি ধরে যে টানে।

আঁধারের পর্দাটা খুলে দেয়
চোখ বুঝি নতুন এক আলো পায়
নদীতে জোয়ারের ঢেউ আনে
বিবেকের রশি ধরে যে টানে।

মানবতা মুক্তির জয়গান
মুখে আছে আজো বাণী অম্লান
মুছে যাবে সব গ্লানি সে গানে
বিবেকের রশি ধরে যে টানে।

দেশ নদী গাছ পাখি ফুল ফল
আমাদের চেতনার সম্বল
ঝর্নাও ছোটে মরুবিয়ানে
বিবেকের রশি ধরে যে টানে।

www.pathagar.com

সজীব হয়ে ওঠে

ফসল মাঠের পাশে আমার বাড়ি
আম কাঁঠালের বৃক্ষ সারি সারি
একটু দূরে ব্যাকুল নদী ছোটে
আমার হৃদয় সজীব হয়ে ওঠে।

উঁচু মাথা তাল-সুপারির বনে
বাতাস খেলে আপন শিহরনে
গানের ভাষা ছড়ায় পাখির ঠোঁটে
আমার হৃদয় সজীব হয়ে ওঠে।

গুল্মলতা বাঁশ বাগানের ছায়ায়
শীতল দীঘি জড়িয়ে ফেলে মায়ায়
ছুটে চলায় নাই জড়তা মোটে
আমার হৃদয় সজীব হয়ে ওঠে।

জোছনা হাসে স্বপ্নমাখা হাসি
চাঁদের আলোয় গ্রামকে ভালোবাসি
সকাল হলে কুসুমকলি ফোটে
আমার হৃদয় সজীব হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

যাই চলে যাই

যাই চলে যাই ফুলবাগানে
দেখতে কি বাহার
পাপড়ি মেলে হাসছে কুসুম
সে কি চমৎকার।

সবুজ বনের হাসি
দেখতে ভালোবাসি
কাছে টানে লতাপাতা
এবং বাঁশের ঝাড়ে
সবইতো বাহার
পাপড়ি মেলে হাসছে কুসুম
সে কি চমৎকার।

জোছনা রাতের আলো
লাগে দারুণ ভালো
লক্ষ তারার ঝিকিমিকি
সৃষ্টি সবই তাঁর
কতই বাহার
পাপড়ি মেলে হাসছে কুসুম
সে কি চমৎকার।

www.pathagar.com

এইতো জীবন

এইতো জীবন আমার
এইতো জীবন
জীবনের বাঁকে বাঁকে
কতো কি আপন।

কাছে আসে পাখি গানে গানে
সুরভিত ফুল কাছে টানে
চাঁদ ঢালে মধুর কিরণ ॥

মনে মনে কতো ভালোবাসা
বেড়ে যায় অন্তরে আশা
জয় করে বিশ্বভুবন ॥

আমি চাই সব কাছে টানি
নিয়তি আছে যা তা' মানি
তবু কিছু করিতো স্মরণ ॥

www.pathagar.com

সাম্য প্রেম

সাম্য প্রেম প্রীতি বন্ধন
ধর্মের মাঝে আছে জড়িয়ে
মানবতা মুক্তির শিক্ষা
এ সমাজে দেবো ছড়িয়ে।

ধার্মিক খোঁজে আলো মুক্তি
স্রষ্টার সাথে আছে চুক্তি
বুকে দেবো ভালোবাসা ভরিয়ে ॥

মিথ্যার বেচাকেনা বন্ধ
আঁধারের সাথে চির দ্বন্দ্ব
ভালো কাজ নেবো সব করিয়ে ॥

একতায় আছে চির শান্তি
দূর হয়ে যায় সব ভ্রান্তি
দেশপ্রেম বুকে আছে ছড়িয়ে ॥

www.pathagar.com

পরিচিতি

আমিনুল ইসলাম মূলত একজন গীতিকার। কৈশোর থেকে শুরু করে এখনো লিখছেন ছড়া, কবিতা, গান। 'ছড়ায় ছন্দে শিখি' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া তাঁর গ্রন্থনায় প্রকাশিত হয়েছে দুইটি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ, যথা: পূর্ণাঙ্গ নামায ও যাকাতের বিধান এবং রমযানের শিক্ষা ও মুমিন জীবন। দেশ ও মানুষের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ এই কবির বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। তিনি বর্তমানে একটি প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত।

www.pathagar.com

অভিমত

শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে লেখা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কবি আমিনুল ইসলামকে ধন্যবাদ। 'ছড়ায় জড়ানো সুর' বইটির কাব্যগুলোতে আছে আবেগ, আনন্দ, সুর। আপন বিশ্বাস থেকে উঠে আসা লেখা বইটি পড়ে সব বয়সের পাঠকের ভালো লাগবে। কবি আমিনুল ইসলামের এই ছড়ার বইটি আমার কাছে হৃদয়স্পর্শি বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছে। আমি লেখকের এই কাব্য চর্চায় আরো উৎসাহ দিতে চাই। লিখে যান, লেগে থাকুন, আপনার প্রতিভার আলো সকলকে মুগ্ধ করবে।

২৭/০১/২০১৫

(আল মাহমুদ)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম
www.pathagar.com